মাঝীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে
আরও তথ্য জানানো প্রয়োজন
বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি
রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ৩৬ × বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২০

কোভিড-১৯: ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ের নেতাদের ভূমিকা

ধর্ম ও 'চিকিৎসা'কে কেন্দ্র করে গুজব

রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন যে করোনা ভাইরাস নিয়ে তাদের উদ্বেগ ক্রমাগত বাড়ছে কারণ তারা প্রতিদিনই বাংলাদেশে সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে খবর পাচ্ছেন। গত দুই মাসে শ্রোতা দলের আলোচনায় বহু মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যেখানে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র ১% করোনাভাইরাস সম্পর্কে আশংকা জানিয়েছিলেন, সেখানে ২০২০ সালের মার্চ মাসে সেটা বেড়ে ১০% হয়েছে। মানুষ বিশেষভাবে যে উদ্বেগগুলো তুলে ধরেছেন তার মধ্যে রয়েছে আরও সাবানের প্রয়োজনীয়তা, সংক্রামিত মানুষদের চিকিৎসার ব্যাপারে তথ্য এবং কোভিড-১৯ এর চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কর্মী ও ডাক্তারদের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা।

শ্রোতা দলের আলোচনায় উঠে আসা করোনা ভাইরাস সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের প্রধান প্রধান উদ্বেগগুলি

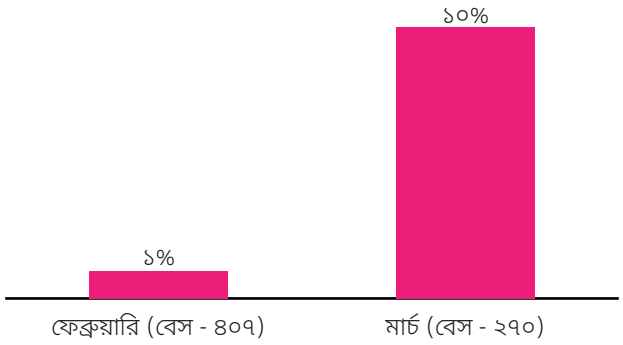

যা জানা জরুরি দলের সাথে সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা কোভিড-১৯ নিয়ে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগগুলো জানিয়েছিলেন। তারা জানেন যে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এবং বাংলাদেশে প্রতিদিন পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। তারা আতঙ্কিত যে যেকোনো দিন এই ভাইরাস ক্যাম্পে হানা দেবে।

কোভিড-১৯ সম্পর্কে তথ্য পেতে ক্যাম্পের মানুষ বিভিন্ন গুজবে কান দিচ্ছেন। ভীতি আর অনিশ্চয়তায় দিশেহারা ক্যাম্পের বাসিন্দারা ধর্মের শরণাপন্ন হচ্ছেন; আর বিশ্বাস করছেন যে ভুয়ো চিকিৎসা বা ওষুধ তাদের করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করবে।

সূত্র: বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার সাথে সাথে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই সাড়াদান কার্যক্রমে কর্মরত সংস্থাগুলোকে ক্যাম্পে তাদের কর্মী ও সেবা সরবরাহকারীরা যে সকল গুজব শুনতে পাচ্ছেন, সেগুলো শেয়ার করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। গুজব কীভাবে এবং কেন ছড়াচ্ছে তা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ এবং ক্যাম্পে কর্মরত রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে কথা বলেছে। গত দুই সপ্তাহে ১১টি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে: এর মধ্যে তিনটি ক্যাম্পের বাসিন্দা, তিনটি বিভিন্ন এনজিও-র হয়ে ক্যাম্পে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী এবং পাঁচটি মাঝীদের সাথে। আরও কিছু সম্পর্কিত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য বিশ্লেষণে শ্রোতা দলের আলোচনা থেকে সংগৃহীত মতামত যোগ করা হয়েছে। এই মতামত বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে (ক্যাম্পে ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৪, ৫, ৮ই, ৮ডব্লিউ, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৬, ২৭) এবং এই তথ্য ডিআরসি, কেয়ার বাংলাদেশ, ব্র্যাক, টিএআই, ইউএনএইচসিআর সংগ্রহ করেছে।

খুব বেশি কানে আসছে এমন কিছু গুজব:

- মুসলিম হলে, মসজিদে গেলে আর নিয়মিত নামাজ পড়লে মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবে না।
- যেহেতু রোহিঙ্গারা নির্যাতিত গোষ্ঠী তাই আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের এই রোগ থেকে রক্ষা করবেন।
- নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন বাড়ির বাইরে মাটিতে গর্ত করলে কয়লা পাওয়া যাবে এবং সেটা ফুটিয়ে পানি খেতে হবে। এছাড়াও সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে যে কয়লা কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করতে পারে।
- কলা, হলুদ, আদা, থানকুনি পাতা খেলে আর আজান দিলে (নামাজ পড়লে) মানুষের রোগ সেরে যাবে।

স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে বহু মানুষই এই সব ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস করছেন। স্বেচ্ছাসেবীরা মানুষকে বলতে শুনেছেন যে রোহিঙ্গারা যেহেতু মুসলিম এবং বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত সম্প্রদায়ের একটি, তাই ক্যাম্পে করোনা ভাইরাস হানা দেবে না। বেশিরভাগ রোহিঙ্গার ধারণা যে আল্লাহ ইতিমধ্যেই তাদের সম্প্রদায়কে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়েছেন এবং তাই করোনা ভাইরাস আর ক্যাম্পের মানুষকে আক্রান্ত করবে না। ধর্ম রক্ষা করবে এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মানুষ ভাইরাস নিয়ে চিন্তায় আছেন, কারণ তারা শুনেছেন যে এই রোগ ছোঁয়াচে আর ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে রোগীকে আলাদা রাখার সুযোগ নেই বললেই চলে। স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে একজন উল্লেখ করেছেন যে কুতুপালং-এর বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই সন্দেহ করছেন যে বালুখালিতে কিছু কোভিড-১৯ পজিটিভ কেস ধরা পড়েছে, আর তাই তারা চিন্তায় আছেন।

এছাড়াও কিছু মানুষ বলেছেন যে তারা মাঝী ও অন্যান্য রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলে জেনেছেন যে কারো সংক্রমণ হলে, ডাক্তার আসবে না আর তাদের নিজেদেরই চিকিৎসা করতে হবে। এর পাশাপাশি মানুষ ভয় পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ সরকার হয়ত ক্যাম্পে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেবে।

গুজব মোকাবেলা:
কোভিড-১৯ এর বিভিন্ন ‘চিকিৎসা’ সম্পর্কে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ

ভেষজ ও খাবার: বর্তমান প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট কোনও সবজি, পানি, মশলা বা মাছ মানুষকে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারে বলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুষম খাবার খেলে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এর ফলে তাদের দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। তাই প্রতিদিন তাজা, প্রাকৃতিক ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান করা, তেল ও চর্বির পরিমাণ সীমিত রাখা এবং চিনি ও লবণ খাওয়া কমানো উচিৎ।

কিছু ভেষজ বা ঘরোয়া চিকিৎসা কষ্ট লাঘব এবং লক্ষণের উপশম করলেও, এমন কোনও প্রমাণ নেই যে সেগুলো কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করতে বা সারাতে পারে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করা বা সারানোর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোনও ওষুধ বা ঘরোয়া চিকিৎসার সুপারিশ করে না। কিন্তু অনেকগুলি ক্লিনিকাল ট্রায়াল চলছে যাতে পাশ্চাত্য ওষুধের পাশাপাশি সনাতন চিকিৎসাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সর্বশেষ তথ্য নিয়ে হাজির হবে।

বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান: এমন কোনও আচার-অনুষ্ঠান নেই যা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে বা তা সারাতে পারে। কিন্তু কিছু সুঅভ্যাস রয়েছে যা করোনা ভাইরাসকে দূরে রাখতে পারে, যেমন বার বার সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির সময় কনুই ভাঁজ করে বা টিস্যু দিয়ে নাক মুখ ঢেকে নেয়া (আর ব্যবহারের পরে টিস্যু তক্ষুনি ঢাকা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া), ভিড় ও জমায়েত এড়িয়ে চলা এবং যতটা সম্ভব বাড়ির বাইরে না যাওয়া। কয়লা ফুটিয়ে তার পানি খেলে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

চিকিৎসা ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার: এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বা সারানোর জন্য কোনও টিকা বা নির্দিষ্ট কোনও অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ আবিষ্কার করা যায়নি। কিন্তু রোগীদের লক্ষণ উপশমের জন্য চিকিৎসা করা প্রয়োজন। গুরুতরভাবে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। সেবাযত্নে বেশিরভাগ রোগীই সেরে ওঠেন।

টিকা ও নির্দিষ্ট ওষুধ আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চলছে। সেগুলো ক্লিনিকাল ট্রায়ালের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও সারানোর জন্য টিকা ও ওষুধ আবিষ্কারের প্রয়াসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ভাইরাসের সংক্রমণে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। সেগুলো কেবলমাত্র ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণে কাজ করে। কোভিড-১৯ একটি ভাইরাসঘটিত রোগ আর তাই অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বা চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিৎ নয়। একমাত্র ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের চিকিৎসার জন্যেই সেগুলো ব্যবহার করা উচিৎ।

তথ্যের সূত্র এবং সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (মাঝী ও ইমাম) ভূমিকা

মানুষের মুখে মুখে ছড়ানো কথা ক্যাম্পে তথ্যের একটা প্রধান উৎস আর কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রেও মানুষ সেই ভাবেই খবরাখবর পাচ্ছেন। ক্যাম্পের মানুষ সাইট পরিচালনা দল, সিআইসি অফিস এবং এনজিও কর্মীদের থেকে তথ্য জানতে পারছেন। সেই সাথে, তারা ইন্টারনেট, বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এবং বর্মী ও ইংরেজি লিফলেট থেকেও তথ্য প্রাপ্ত কয়েছেন। কোভিড-১৯ এর বিষয়ে তথ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ঘোষণা।

সম্প্রদায়ের মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবীরা আলোচনায় জানিয়েছেন যে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে মাঝী ও ইমামরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কিছু এলাকায় ইমামরা বাড়িতেই নামাজ পড়তে বলছেন। কয়েকজন ইমাম সিআইসি এবং এনজিও-দের কাছ থেকে যে যে তথ্য জানতে পারছেন তা সম্প্রদায়ের মানুষকে জানাচ্ছেন।

> "[পুলিশের] মারের ভয়ে বেশিরভাগ লোক রাস্তার ধারে মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছে না, তবে ব্লকের ভিতরে যে মসজিদ আছে সেখানে এখনো অনেক লোক যাচ্ছে।"
>
> – রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী

মসজিদে নামাজের নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি ইমামরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বার বার হাত ধোয়া আর মাস্ক পড়ার ব্যাপারেও তথ্য জানাচ্ছেন এবং লোকের হাঁচি বা কাশি হলে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। যদিও এই ইমামদের সংখ্যা খুব বেশি নয়: বেশিরভাগ ইমাম এখনো করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত নামাজ আর কোরান হাদিস পড়ার উপদেশ দিচ্ছেন।

> "ইমাম বলেছেন যে যাই হোক না কেন, দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়তে হবে। ইমাম একথাও বলেছেন যে কোভিড আল্লাহর অভিশাপ আর আমাদের একমাত্র উপায় হল রক্ষা পেতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।"
>
> – পুরুষ, ৩৮, ক্যাম্প ১ই।

কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবীদের মতে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে মাঝীদের তেমন কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য কথা বলেছেন, তারা জানিয়েছেন যে মাঝীরাই সকলকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়মকানুন মেনে চলতে বলছেন এবং বিভিন্ন এনজিও-র প্রচারিত পরামর্শ অনুসরণ করতে বলছেন।

> "মাঝী সকলকে সরকারের নিয়ম মেনে চলতে আর এনজিও'রা ক্যাম্পে যে তথ্য প্রচার করেছে তা অনুসরণ করতে বলছেন, যেমন হাত ধোয়া এবং একে অন্যের সাথে অন্তত ৩ মিটার দূরত্ব বজায় রাখা। কারো কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা দিলে ক্যাম্পের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারের কাছে যাওয়া। এছাড়াও মানুষকে বেশি ঘোরাফেরা করতে বারণ করা হয়েছে।"
>
> – পুরুষ, ২২, ক্যাম্প ১ই

স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং ক্যাম্পে কর্মরত এনজিও কর্মীদের ঘিরে নেতিবাচক মনোভাব দেখা দিচ্ছে।

অন্যান্য গুজব

ক্যাম্পের বহু বাসিন্দাই এখনো মনে করেন যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে এবং চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে তাদের মেরে ফেলা হবে, গুলি করা হবে বা বিষ খাওয়ানো হবে। মানুষ জানিয়েছেন যে তারা শুনেছেন যে লক্ষণসহ (কাশি ও হাঁচি) কিছু মানুষকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। কিছু মানুষ আরও বলেছেন যে যেহেতু এই রোগের কোনও চিকিৎসা নেই তাই, তাদের বিশ্বাস এই রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে তাদের ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। কিছু মানুষের ধারণা যে এনজিও'রা আইসোলেশন কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা করছে যেখানে গুলি করার আগে মানুষকে আটকে রাখা হবে।

কেউ কেউ মনে করছেন যে এনজিও কর্মীরাই কোভিড-১৯ ছড়াচ্ছেন। যেহেতু এনজিও কর্মীদের কর্মসূত্রে ক্যাম্পের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হয়, তাই অনেকেই মনে করছেন যে তারাই ক্যাম্পে ভাইরাস বয়ে নিয়ে আসছেন। কেউ কেউ স্বাস্থ্য কর্মী এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য প্রচারণা কর্মীদের বাড়িতে আসতে বারণ করেছেন কারণ তাদের মনে হচ্ছে এই কর্মীরাই হয়ত ভাইরাস বহন করছেন। এছাড়াও কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে ক্যাম্পের নিকটে বসবাসকারী স্থানীয় বাংলাদেশীরাই এই রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী।

মাঝীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে আরও তথ্য জানানো প্রয়োজন

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কোভিড-১৯ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চাইছেন কিন্তু ক্যাম্পে এই ব্যাপারে তথ্য পাওয়া সহজ নয়। ইন্টারনেট ও মিডিয়ার মাধ্যমে খবর প্রাপ্তির তেমন সুযোগ না থাকায় মানুষ ভাইরাস সম্পর্কে তথ্যের জন্য অন্যান্য সূত্রের খোঁজ করছেন, যেমন সম্প্রদায়ের নেতাগণ। রোহিঙ্গারা মাঝীকে সম্মান করেন আর তারাই সাধারণত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে রোহিঙ্গা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে দেন, যেমন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বার্তা ও সংবাদ। কোভিড-১৯ সম্পর্কে ক্যাম্পে বিভিন্ন খবরাখবর গুজব ছড়াতে থাকায়, মানুষ এই মহামারী সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে মাঝীদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। কিন্তু মাঝীদেরও আরও তথ্য প্রয়োজন।

রোহিঙ্গারা কোভিড-১৯ এর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন

কোভিড-১৯ সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য সম্প্রদায়ের মানুষ মাঝীদের কাছে যাচ্ছেন বহু রোহিঙ্গাই ভয় পাচ্ছেন যে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে তাদের জোরপূর্বক মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে। এই আশংকা ক্যাম্পে উত্তেজনা তৈরি করেছে, কারণ মানুষ ভয় পাচ্ছেন যে মিয়ানমারে ফেরত গেলে তারা চিকিৎসা পাবেন না। সাক্ষাৎকারে মাঝীরা উল্লেখ করেছেন যে রোহিঙ্গারা নিয়মিত তাদের কাছে মহামারী নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং পরামর্শ ও আরও তথ্য জানতে চাইছেন। সম্প্রদায়ের মানুষজন কীভাবে রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়, ক্যাম্পে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ালে কি হবে এবং তারা কোথা থেকে আরও তথ্য পাবেন তা জানতে উৎসুক। কিন্তু মাঝীরা ততটুকুই জানাতে পারেন যতটুকু তারা নিজেরা জানেন।

মাঝীদের কাছে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সীমিত তথ্য রয়েছে

সাক্ষাৎকারে পাঁচ জন মাঝীই বলেছেন যে তারা সিআইসি, বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা, এনজিও ও রেডিও সম্প্রচার থেকে কোভিড-১৯ সম্পর্কে খবরাখবর পেয়েছেন। যদিও তারা জানেন যে এই ভাইরাস কতটা মারাত্মক এবং সারা বিশ্বে কতটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু কক্সবাজার ও বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় ভাইরাসের কতটা প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সেই ব্যাপারে তাদের কাছে তেমন তথ্য নেই। সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে যে সকল মাঝীই এই ভাইরাস সম্পর্কে মোটামুটি জানেন। তারা বারবার হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু মানুষ বলেছেন যে মাঝীদের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে তারা শুধুমাত্র সামাজিক দূরত্ব ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সাধারণ তথ্যই দিতে পারেন।

তিনজন মাঝী সহজেই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন কারণ এই রোগের কোনও টিকা বা ওষুধ নেই। কক্সবাজার জেলার অন্যান্য স্থানেও কোভিড-১৯ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে তা পাঁচ জনের মধ্যে মাত্র দুই জন মাঝী জানলেও, সকলেই এটা জানেন যে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় ও অন্যান্য দেশে সংক্রমণ ও মৃত্যু ঘটছে। মাঝীরা দাবী করেছেন যে কোভিড-১৯ সম্পর্কে অজ্ঞতার মূল কারণ হল ক্যাম্পে ইন্টারনেট না থাকা।

রোহিঙ্গারা ভীত এবং আরও তথ্য জানতে আগ্রহী

একজন মাঝী বলেছেন যে যেহেতু তিনি ও তার সম্প্রদায় আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখেন তাই তাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অন্য চার জন মাঝী জানিয়েছেন যে তারা নিজেরা এবং তাদের সম্প্রদায় ভীত যে ভাইরাস ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়লে কি হবে। সিআইসি, এনজিও ও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কিছুটা তথ্য দিয়েছেন এবং মাঝীরা রোহিঙ্গাদের সেই বার্তাগুলি জানিয়েছেন। কিন্তু মাঝীরা বলেছেন যে তারা সেই সূত্রগুলো থেকে নিয়মিত তথ্য পাচ্ছেন না আর যে তথ্য পেয়েছেন তা বেশিরভাগই রোগ প্রতিরোধের সাধারণ নির্দেশনা। সকল মাঝী জানিয়েছেন যে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তারা ভাষাগত বাধার সম্মুখীন হয়েছেন।

মাঝীদের কাছে তাদের নিজের ভাষায় কোভিড-১৯ সম্পর্কে স্পষ্ট, সঠিক ও সহজবোধ্য তথ্য পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত জরুরি। তথ্য প্রাপ্তির সুযোগের অভাব ক্যাম্পের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করছে এবং গুজব ও ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়া ও মানুষের তা বিশ্বাস করার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। মানুষের ভীতি দূর করতে এবং ক্যাম্পের বাসিন্দাদের কোভিড-১৯ এর জন্য প্রস্তুত রাখতে মাঝী ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য সদস্য ও নেতাদের তথ্য দিতে হবে যাতে তারা মানুষের প্রশ্নের জবাব এবং তাদের উদ্বেগে সাড়া দিতে পারেন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।